উপজেলা নির্বাচন-২০০৯: কারা নির্বাচিত হলেন?

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৯ জানুয়ারি, ২০০৯)

আমাদের সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের *স্থানীয় শাসনের ভার* প্রদান করা হইবে।" প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যক্রম পরিচালনা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, সকল সরকারি সেবা বিতরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমাদের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালনা, নাগরিকদের সেবা প্রদান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায় সকল কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা। আশার কথা যে, বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন গঠিত মহাজোট সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বনির্ভর ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য অবশ্যই এগুলোকে স্বায়ত্তশাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় সম্পদ দিতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন হবে একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি। এছাড়াও এগুলোকে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে যদি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে না আসেন তাহলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা সম্ভব হবে না। তাই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যোগ্য ও নিষ্ঠাবান প্রার্থী নির্বাচিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয় সরকার গড়ে ওঠার মাধ্যমে একঝাঁক নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়। জনগণের দোরগোড়ার সরকারি হিসাবে এতে নাগরিকদের কার্যকর অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় এবং গণতন্ত্র গভীরতা লাভ করে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এক কথায়, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ ও ক্ষমতা জনগণের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছে এবং অভিজ্ঞতায় বলে যে, সম্পদ ও ক্ষমতা যত জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে, তত তা তাদের বেশি কল্যাণে আসে।

আমরা আনন্দিত যে, বহু প্রতীক্ষার পর একটি গণদাবির প্রেক্ষিতে গত ২২ জানুয়ারি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ নির্বাচনে সারাদেশে ৪৮১টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে ৩,৩১৬ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২,৮৭৯ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১,৯৩৬ জন, অর্থাৎ সর্বমোট মোট ৮,১৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ২ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৯ জন, অর্থাৎ ১৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। রূপগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী; অটোয়ারী, পবা ও নালিতাবাড়ি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং বোচাগঞ্জ, আদিতমারী, বেড়া, আলমডাংগা, চরফ্যাশন, রাজাপুর, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জৈন্তাপুর, মহালছড়ি উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

এবারই সর্বপ্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের নিজ এবং নির্ভরশীলদের সম্পর্কে সাত ধরনের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য হলফনামা আকারে মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও প্রার্থী আয়কর দাতা হলে সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের কপি, সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসসমূহ এবং প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি দাখিল করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকে শুরু করে ভোটারদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করে আসছে, যাতে তারা যোগ্য ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ১,৫৫৫ জন প্রার্থীর দাখিলকৃত তথ্যের আসনভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে 'সুজন' ভোটারদের মাঝে বিতরণ করেছে। এছাড়াও এ সকল তথ্যাদির বিশ্লেষণ গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জাতির সামনে তুলে ধরেছে, যা ভোটারদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উপজেলা নির্বাচনেও আমরা এ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। কিন্তু চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণকারী মোট ৮,১৩১ জন প্রার্থীর উপজেলাভিত্তিক তথ্যাদির তুলনামূলক চিত্র তৈরি এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। এ বিশাল কার্য সম্পাদন করার সঙ্গতি ও আর্থিক সামর্থ্য 'সুজনে'র না থাকায় শুধুমাত্র ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলার ১,০৮৩ জন প্রার্থীর প্রদত্ত তথ্য সন্নিবেশিত এবং তুলনামূলক চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এ সকল তথ্য থেকেই ধারণা করা যাবে সারাদেশে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ও নির্বাচিত হয়েছেন? তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা কী? তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডই বা কী?

৬৪টি উপজেলার মধ্যে চারটি ছাড়া (চট্টগ্রামের পটিয়া, খুলনার বটিয়াঘাটা, কুষ্টিয়ার খোকসা এবং মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ) বাকি সবগুলোই সদর উপজেলা। এরমধ্যে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার চেয়ারম্যান এবং রাজশাহীর পবা উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

৬৪টি উপজেলার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচিত প্রার্থীর দাখিলকৃত তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। এ সকল তথ্যাদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সময়মতো কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে ছোটখাটো কিছু ভুল থেকে যেতে পারে, যার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। উল্লেখ্য যে, ৬৪টি উপজেলার প্রতিদ্বন্দ্বী ও নির্বাচিত প্রার্থীর বিস্তারিত তথ্য ও তুলনামূলক চিত্রসহ মোট ৬৭টি উপজেলার প্রার্থীদের তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট www.votebd.org এবং www.shujan.org এ পাওয়া যাবে।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (৬৪ উপজেলা)

পদ	প্রাইমারী ও তার নীচে	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
চেয়ারম্যান	১৫ (৩.৩৮%)	২৫ (৫.৬৩%)	৬১ (১৩.৭৩%)	৭২ (১৬.২১%)	১৯২ (৪৩.২৪%)	৭৬ (১৭.১১%)	৩ (০.৭%)	৪৪৪ (১০০%)
ভাইস চেয়ারম্যান	১৯ (৫.১০%)	৪৯ (১৩.১৭%)	৭৯ (২১.২৩%)	৬৭ (১৮.২৮%)	১১৩ (৩০.৩৭%)	৪৩ (১১.৫৬%)	১ (০.২৯%)	৩৭১ (১০০%)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	২০ (৭.৪৯%)	৪৯ (১৮.৩৫%)	৬২ (২৩.২২%)	৩৯ (১৪.২৩%)	৬০ (২২.৪৭%	৩৩ (১২.৩৭%)	৫ (১.৮৭%)	২৬৮ (১০০%)
মোট	৫৪ (৪.৯৮%)	১২৩ (১১.৩৫%)	২০২ (১৮.৬৫%)	১৭৮ (১৬.৪৬%)	৩৬৫ (৩৩.৭০%)	১৫২ (১৪.০৩%)	৯ (০.৮৩%)	১০৮৩ (১০০%)

- ৬৪টি উপজেলায় ৪৪৪ জন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৮ জন, অর্থাৎ ১.৮ শতাংশ নারী।
- ৬৪টি উপজেলায় ৩৭২ জন (সাধারণ আসনে) ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ১ জন, অর্থাৎ ০.২৭ শতাংশ নারী।
- চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৯ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৩০ শতাংশের এসএসসি-এইচএসসি, ৬০ শতাংশের স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে।
- ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৪০ শতাংশের এসএসসি-এইচএসসি, ৪২ শতাংশের স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে।
- মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৩৭ শতাংশের এসএসসি-এইচএসসি, ৩৫ শতাংশের স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে।
- সকল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৩৫ শতাংশের এসএসসি-এইচএসসি, ৪৮ শতাংশের স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে।

নির্বাচিতদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (৬৪ উপজেলা)

পদ	প্রাইমারী ও তার নীচে	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
চেয়ারম্যান	২ (৩.১২%)	২ (৩.১২%)	১০ (১৫.৬২%)	১০ (১৫.৬২%)	২৬ (৪০.৬৫%)	১২ (১৮.৭৫%)	২ (৩.১২%)	৬৪
ভাইস চেয়ারম্যান	৪ (৬.২৫%)	৪ (৬.২৫%)	১৫ (২৩.৪৪%)	১৫ (২৩.৪৪%)	১৮ (২৮.১৩%)	৮ (১২.৪৯%)	-	
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৪ (৬.২৫%)	১৩ (২০.৩১%)	১৩ (২০.৩১%)	৪ (৬.২৫%)	১৪ (২১.৮৭%)	১৬ (২৫.০১%)	-	
মোট	১০ (১৫.৬২%)	১৯ (২৯.৫৮%)	৩৮ (৫৯.৮১%)	২৯ (৪৫.৩১%)	৫৮ (৯০.৬৫%)	৩৬ (৫৬.২৫%)	২ (৩.১২%)	

- নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের মধ্যে ৩ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসির নীচে, ৩০ শতাংশের এসএসসি-এইচএসসি, ৫৮শতাংশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী রয়েছে।
- ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে ১২ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসির নীচে, ৪৬ শতাংশের এসএসসি-এইচএসসি, ৪০ শতাংশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী রয়েছে।
- মহিলা ভাইস চেয়ারম্যাদের মধ্যে ২৬ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসির নীচে, ২৬ শতাংশের এসএসসি-এইচএসসি, ৪৬ শতাংশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী রয়েছে।
- নির্বাচিত সকলের ৪৫ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসির নীচে, ৫৯ শতাংশ এসএসসি, ৪৫ শতাংশ এইচএসসি ও ৯০ শতাংশের স্নাতক ডিগ্রী রয়েছে।

প্রার্থীদের পেশা (৬৪টি উপজেলা)

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	অবসরপ্রাপ্ত	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	মোট
চেয়ারম্যান	৫৯ (১৩.২৯%)	২৫৬ (৫৭.৬৬%)	২৪ (৫.৪০%)	৯ (২.০২%)	৭২ (১৬.২১%)	২ (০.৪৭%)	২২ (৪.৯৫%)	৪৪৪ (১০০%)
ভাইস চেয়ারম্যান	৫৩ (১৪.২৪%)	২২৫ (৬০.৪৮%)	৩৩ (৮.৮৭%)	২ (০.৫৩%)	৩৬ (৯.৬৭%)	১ (০.৩০%)	২১ (৫.৯১%)	৩৭১ (১০০%)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৪ (১.৪৯%)	৫৩ (১৯.৮৫%)	২৯ (১০.৮৯%)	১ (০.৩৭%)	২৫ (৯.৩৬%)	১২২ (৪৫.৬৯%)	৩২ (১২.৩৫%)	২৬৮ (১০০%)
মোট	১১৬ (১০.৭১%)	৫৩৪ (৪৯.৩০%)	৮৬ (৭.৯৪%)	১২ (১.১০%)	১৩৩ (১২.২৮%)	১২৫ (১১.৫৭%)	৭৭ (৭.১০%)	১০৮৩ (১০০%)

- চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ১৩ শতাংশের পেশা কৃষি, ৫৮ শতাংশের ব্যবসা, ১৬ শতাংশের আইন ব্যবসা ও বাকীদের অন্যান্য পেশা।
- ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ১৪ শতাংশের পেশা কৃষি, ৬০ শতাংশের ব্যবসা, ১০ শতাংশের আইন ব্যবসা ও বাকীদের অন্যান্য পেশা।
- মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ১ শতাংশের পেশা কৃষি, ২০ শতাংশের ব্যবসা, ১১ শতাংশের পেশা চাকুরি, ৯ শতাংশের আইন ব্যবসা, ৪৬ শতাংশ গৃহিনী এবং বাকীদের অন্যান্য পেশা। উল্লেখ্য যে, অনেক রাজনীতিবিদদের স্ত্রী ও অন্যান্য স্বজনরা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়েছেন।
- সকল প্রার্থীদের ১১ শতাংশের পেশা কৃষি, ৪৯ শতাংশের ব্যবসা, ১২ শতাংশের আইন ব্যবসা, ১২ শতাংশ গৃহিনী এবং বাকীদের অন্যান্য পেশা।

নির্বাচিতদের পেশা (৬৪ টি উপজেলা)

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	অবসর	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	মোট
চেয়ারম্যান	৬ (৯.৩৭%)	৪৪ (৬৮.৭৬%)	৪ (৬.২৫%)	-	৬ (৯.৩৭%)	-	৪ (৬.২৫%)	৬৪
ভাইস চেয়ারম্যান	১২ (১৮.৭৫%)	৪৫ (৭০.৩২%)	৩ (৪.৬৯%)	-	২ (৩.১২%)	-	২ (৩.১২%)	
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	৩ (৪.৬৮%)	১৬ (২৫.০০%)	৯ (১৪.০৬%)	১ (১.৫৬%)	১৫ (২৩.৪৩%)	১৩ (২০.৩১%)	৭ (১০.৯৬%)	
মোট	২১ (৩২.৮%)	১০৫ (১৬৪.০৬%)	১৬ (২৫%)	১ (১.৫৬%)	২০ (৩১.২৫%)	১৩ (২০.৩১%)	১৩ (২০.৩১%)	

- নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের ৯ শতাংশের পেশা কৃষি, ৬৯ শতাংশের ব্যবসা, ৬ শতাংশের চাকুরি, ৯ শতাংশের আইন ব্যবসা ও বাকীদের অন্যান্য পেশা।
- ভাইস চেয়ারম্যানদের ১৯ শতাংশের পেশা কৃষি, ৭০ শতাংশের ব্যবসা, ৫শতাংশের চাকুরি, ৪ শতাংশের আইন ব্যবসা ও বাকীদের অন্যান্য পেশা।
- মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের ৫ শতাংশের পেশা কৃষি, ২৫ শতাংশের ব্যবসা, ১৪ শতাংশের চাকুরি, ২৪ শতাংশের আইন ব্যবসা, ২১ শতাংশের গৃহীনী ও বাকীদের অনান্য পেশা।

- নির্বাচিত সকলের ৩২ শতাংশের পেশা কৃষি, ১৬৪ শতাংশের ব্যবসা, ২৫ শতাংশের চাকুরি, ৩২ শতাংশের আইন ব্যবসা, ২১ শতাংশ গৃহীনী ও ২১ শতাংশের অন্যান্য পেশা।

প্রার্থীদের ফৌজদারী মামলাসংক্রান্ত তথ্য (৬৪টি উপজেলা)

পদ	বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে প্রার্থীর সংখ্যা	অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল প্রার্থীর সংখ্যা	৩০২ ধারা		প্রার্থীর সংখ্যা
			বর্তমান	অতীত	
চেয়ারম্যান	৮৭ (১৯.৫৯%)	১৬১ (৩৬.২৬%)	১০ (২.২৫%)	২৮ (৬.৩০%)	৪৪৪
ভাইস চেয়ারম্যান	৫৪ (১৪.৫১%)	১০৪ (২৭.৯৫%)	১৩ (৩.৪৯%)	১৮ (৪.৮৪%)	৩৭১
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১০ (৩.৭৪%)	১২ (৪.৪৯%)	-	১ (০.৩৭%)	২৬৮
মোট	১৫১ (১৩.৯৪%)	২৭৭ (২৫.৫৮%)	২৩ (২.১২%)	৪৭ (৪.৩৩%)	১০৮৩

- চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ৩৬ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল, ২০ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অধীনে হত্যা মামলা ছিল/রয়েছে।
- ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের ২৮ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল, ১৫ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অধীনে হত্যা মামলা ছিল/রয়েছে।
- মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের মাত্র কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছিল এবং বর্তমানে রয়েছে।
- সকল প্রার্থীদের মধ্যে ২৬ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল এবং ১৪ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অধীনে হত্যা মামলা ছিল/রয়েছে।

নির্বাচিতদের বর্তমান/অতীতের ফৌজদারী মামলা

পদ	বর্তমান মামলা	অতীতের মামলা	৩০২ ধারায়		মোট
			বর্তমান মামলা	অতীতের মামলা	
চেয়ারম্যান	২৩ (৩৫.৯৪%)	৩১ (৪৮.৪৪%)	৪ (৬.২৫%)	৩ (৪.৬৮%)	৬৪
ভাইস চেয়ারম্যান	১৬ (২৫.০০%)	১৫ (২৩.৪৪%)	১ (১.৫৬%)	৪ (৬.২৫%)	
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১ (১.৫৬%)	১ (১.৫৬%)	-	-	
মোট	৪০ (৬২.৫%)	৪৭ (৭৩.৪৩%)	৫ (৭.৮১%)	৭ (১০.৯৩%)	

- নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের ৪৯ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারী মামলা ছিলো, ৩৬ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে ৩০২ ধারার অধীনে হত্যা মামলা ছিলো ও রয়েছে।
- ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে ২৪ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারী মামলা ছিলো, ২৫ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অধীনে হত্যা মামলা ছিল/রয়েছে।
- মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের মাত্র কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে মামলা ছিলো বা রয়েছে।
- নির্বাচিত সকলের ৭৪ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারী মামলা ছিলো ও ৬২ শতাংশের বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অধীনে হত্যা মামলা ছিল/রয়েছে।

চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের নিজ ও নির্ভরশীলদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ

সম্পদের পরিমাণ (টাকা)	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা (%)
১ লক্ষ টাকার নীচে	১৬	৩.৬
১ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১৬৮	৩৭.৮
১০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	১১৪	২৫.৭
২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৬৭	১৫.১
৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ	০১	০.২
৭৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১৯	৪.৩
১ কোটির উপরে	২৯	৬.৫
নির্ধারণ করা যায় নি	৩০	৬.৮
মোট	৪৪৪	১০০

- হলফনামায় দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা সম্পদের অধিকারী ১১৪ জন বা ২৫.৭ শতাংশ। তবে প্রার্থীরা সঠিক তথ্য দিয়েছেন কি না, এ ব্যাপারে অনেকের মনেই প্রশ্ন রয়েছে।
- ১ কোটি টাকার উপরে সম্পদের অধিকারী রয়েছেন ২৯ জন। সর্বোচ্চ সম্পদের অধিকারী প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

চেয়ারম্যানদের নিজ ও নির্ভরশীলদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ

সম্পদের পরিমাণ (টাকা)	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা (%)
১ লক্ষ টাকার নীচে	২	৩.১২
১ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১৬	২৫.০০
১০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২০	৩১.২৫
২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৯	১৪.০৬
৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ	৫	৭.৮১
৭৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	৪	৬.২৫
১ কোটির উপরে	৮	১২.৫
নির্ধারণ করা যায় নি	-	-
মোট	৬৪	১০০

- হলফনামায় দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা সম্পদের অধিকারী ২০ জন বা ৩২ শতাংশ।
- ১ কোটি টাকার উপরে রয়েছেন ৮ জন।

উপজেলা নির্বাচন আমাদের দ্বারপ্রান্তে। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা ব্যাপকভাবে চলছে। একইসাথে চলছে নির্বাচনী আচরণবিধির ব্যাপক লঙ্ঘনের ঘটনা। স্বয়ং নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে, বিশেষত আমাদের কিছু কিছু নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে। ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাচনে দলভিত্তিক মনোনয়ন দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে। বর্তমানে প্রধান দলগুলোর পক্ষ থেকে একক প্রার্থী নির্ধারণের লক্ষ্যে অনেক প্রার্থীকে জোর করে কিংবা অর্থের বিনিময়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হচ্ছে, যা যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য সহায়ক নয়। এছাড়াও নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রেও টাকার খেলা চলছে বলে অনেকের অভিযোগ। ক্ষেত্র বিশেষে সহিংস ঘটনাও ঘটছে। নির্বাচনের দিনে ব্যালট বক্স ছিনতাই এবং কেন্দ্র দখলসহ অন্যান্য অপকর্মেরও আশঙ্কা করছেন অনেকে। আশা করি, নির্বাচন কমিশন ও সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।